দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১ ৮

তেজগাঁও পলিটেকনিকে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের নেপথ্যে স্রেফ চাঁদাবাজি

- আওয়ামী লীগ নেতাদের এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই
- গত ১৮ বছরে নিহত ৮

॥ পিনাকি দাসগুপ্ত ॥

তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের লতিফ ছাত্রাবাস। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আর জঙ্গি আস্তানা হিসেবে বারবার আলোচনায় উঠে এসেছে ছাত্রাবাসটি। গত ১৮ বছরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে তিনজন ছাত্রনেতাসহ ৮ জন নিহত হয়েছে। এই ছাত্রাবাসটি যাদের দখলে থাকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার টেন্ডার বাণিজ্য ও চাঁদাবাজি। যে দল যখন ক্ষমতায় এসেছে সেই দলের ছাত্রসংগঠনই নিজেদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে হানাহানিতে। শনিবার রাতে ছাত্রাবাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ৩০ জন আহত হয়। গত দুইদিনও ছোট খাট ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠন হওয়ায় পুলিশ কোন ধরনের এ্যাকশানে যেতে নারাজ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আওয়ামী লীগ নেতাদের কোন মাথাব্যথা নেই। ছাত্র নামধারী ও বহিরাগত ক্যাডারাই হলের সাধারণ ছাত্রদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এলাকাবাসী ও সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকারের সময় তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে নিহত হয়েছিল ছাত্রদল নেতা সাকিলসহ তিনজন। এ নিয়ে থানায় মামলা হলেও সন্ত্রাসীরা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। এরপর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দখল ও টেন্ডারবাজিতে নামে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের কোন্দলের জের ধরে নিহত হয় ছাত্রলীগ নেতা রিয়াদ ও সোহেল। এ হত্যাকান্ডের (৮ম পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

তেজগাঁও পলিটেকনিকে

(প্রথম পৃঃ পর)

নেপথ্যে ছিল স্থানীয় এক আওয়ামী নেতা। থানায় ওই নেতার বিরুদ্ধে মামলা হলেও তাকে গ্রেফতার হতে হয়নি। ছাত্রলীগ নেতা রিয়াজ নিহত হবার পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ওই আওয়ামী লীগ নেতাকে দল থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা কার্যকর হয়নি। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিতাড়িত হয় ছাত্রলীগ। হলের নিয়ন্ত্রণ নেয় যুবদল, ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্রশিবির। এ সময় হল দখল নিয়ে কোন হানাহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে জঙ্গিরা এখানে আস্তানা গাড়ে। ২০০৫ সালের ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার পরিকল্পনা নেয়া হয় এখান থেকেই। এই লতিফ ছাত্রাবাস থেকে ২০০৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর র‍্যাব গ্রেফতার করেছিল জেএমবির শীর্ষ নেতা জঙ্গি শায়খ আবদুর রহমানের ভাই আতাউর রহমান সানিকে। অপরদিকে ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলার অন্যতম আসামী নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নানের সহযোগী আবু জান্দালেরও আস্তানা ছিল লতিফ ছাত্রাবাস। ২০০৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী লতিফ ছাত্রাবাসের আধিপত্য নিয়ে ছাত্রলীগ ও ইসলামি ছাত্রশিবিরের মধ্যে দফায় দফায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষের পেছনে আবু জান্দালের ইন্ধন ছিল। এ সংঘর্ষের পর পরই জান্দালের অবস্থান জানতে পারে র‍্যাব। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে জান্দাল লতিফ ছাত্রাবাস ছেড়ে গাজীপুরের বানিয়াচর এলাকায় আশ্রয় নেয়। এখান থেকে র‍্যাব ১৪ ফেব্রুয়ারী আবু জান্দালকে গ্রেফতার করে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে আবু জান্দালের নির্দেশে তার সহযোগীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের একজন হাউজ টিউটর ও একজন সুপারভাইজারকে হত্যা করে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা কেড়ে নেয়।

ওয়ান ইলেভেনের পর কয়েক দফায় ছোট খাট সংঘর্ষ হয় ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে। পরবর্তীতে তিন গ্রুপই নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ রফা করে হলে অবস্থান করে। ২০০৯ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর গোটা হলের নিয়ন্ত্রণ নেয় ছাত্রলীগ। শুরু হয়ে যায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে প্রতিযোগিতা। তারই ধারাবাহিকতায় শনিবার রাতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধে। এতে দুই গ্রুপের ৩০ জন আহত হয়।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় রয়েছে কয়েক'শ কারখানা ও গার্মেন্টস। অপর দিকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি রয়েছে গ্লাস এন্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট, টিটিসি ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রয়েছে ৬টি হোস্টেল। এসব প্রতিষ্ঠানে বছরে ৩০/৩৫ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের টেন্ডার হয়। এ টেন্ডার নিয়ে চলে জমজমাট চাঁদাবাজি। অপর দিকে শিল্পাঞ্চল এলাকার কারখানা ও গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান থেকে আদায় করা হয় লাখ লাখ টাকার চাঁদা। রয়েছে গার্মেন্টস ফুট ব্যবসা, বস্তি ও ফুটপাত দখল বাণিজ্য। অভিযোগ রয়েছে, হল নিয়ন্ত্রিত ক্যাডাররাই এলাকায় নিয়মিত ছিনতাই করে থাকে।

ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ উত্তরের সভাপতি ইসহাক মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ছাত্রলীগের কোন কমিটি নেই। সংঘর্ষের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে কমিটি করে দেয়া হয়েছে। কমিটি মতামত দেয়ার পরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।